STUDY MATERIAL: PART-II

CBCS

B.A. Philosophy Honours 2nd Semester

BAHPHILC202 History of Western Philosophical Thoughts II

Full Marks- 5/10

I Kant: Chap. (Sensibility & Understanding)

- **সংবেদনশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে পার্থক্যঃ**

কান্ট সংবেদনবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য করেন। প্রথমটির জন্য আমরা ইন্দ্রিয়ের কাছে যা প্রদত্ত হয়, তা গ্রহণ করতে পারি, বুদ্ধিবৃত্তি হল সেই ক্ষমতা যার সাহায্যে আমরা চিন্তা বা অবধারণ করতে পারি। সংবেদনবৃত্তিতে আমরা নিষ্ক্রিয় কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিতে আমরা সক্রিয়। সংবেদনবৃত্তির ফলেই স্বজ্ঞা বা উপলব্ধি হয়, এর জন্যেই আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্ভব হয়। বুদ্ধির কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন ধারণা পাই যেগুলি দিয়ে সংবেদন প্রদত্ত যাবতীয় সামগ্রী ঐক্যবদ্ধ করা হয়। জ্ঞান সম্ভব হতে গেলে সংবেদনবৃত্তিতে প্রদত্ত সামগ্রী বা সাক্ষাৎ জ্ঞানের উপকরণ ও বুদ্ধিতে যে ধারণা সম্ভব উৎপন্ন হয়, দুইকেই মিলিতভাবে কাজ করতে হবে; চিন্তা থেকে আমরা শুধু ফাঁকা ধারণা পাই এবং সাক্ষাৎ জ্ঞান থেকে আমরা শুধু অন্ধ সংবেদন সামগ্রী পাই।

সংবেদনবৃত্তির যেমন দুটি আকার দেশ ও কাল আছে, আমাদের বুদ্ধির সেই রকম কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে, এগুলিকে 'বৌদ্ধিক প্রকার' বলা যায়। বুদ্ধির কাজ হল চিন্তা করা বা কোন কিছু অবধারণ করা এবং তা করতে একটি ধারণার সঙ্গে

অন্য একটি ধারণাকে যুক্ত করতে হয়। অবধারণে ধারণাগুলি একটি ঐক্য উপস্থিত হয় এবং ঐক্যবদ্ধ ধারণার সমষ্টিকেই আমরা চিন্তা বলি। কান্ট বৌদ্ধিক প্রকারগুলিকে দ্বাদশ প্রকার বলেন। এই গুলি আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদন প্রদত্ত সামগ্রী গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। বৌদ্ধিক প্রকারগুলি বিভিন্ন অবধারণের আকার থেকে প্রাপ্ত। তাই তারা চিন্তা ক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং চিন্তা ক্রিয়াগুলি সংযুক্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু সংযুক্তি চেতনার ঐক্যের ওপর নির্ভর করে। কোনো চিন্তা ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করতে গেলে আমাকে সেই কাজের পুরো সময়ে অভিন্ন থাকতে হবে, যে কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সমষ্টিবদ্ধ হয়। Sensibility gives the manifold to be connecting unity. The former is able to intuit only, the latter only to think.

৩) জ্ঞানের শর্তরূপে তৃতীয় প্রকার শক্তিঃ প্রজ্ঞা বা অন্তর্শক্তি

কান্ট তাঁর দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সমন্বয় সাধিত করেন, যার ফলস্বরূপ তাঁর দর্শনকে বিচারমূলক দর্শনে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই দর্শনে দার্শনিক কান্ট জ্ঞানের সংগঠনে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সুস্পষ্ট পার্থক্য স্বীকার করেন। কান্ট অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদীদের অভিমতকে স্বীকার করে সমন্বয় সাধিত করে বলেন যে, আমাদের ধারণা বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয় থেকে নিঃসৃত হয় এবং সেই ধারণার ‘আকার’ বুদ্ধির দ্বারা সম্পন্ন হয়। বুদ্ধি তার নিজস্ব সূত্র বা নিয়মের সাহায্যে প্রদত্ত সংবেদনের বহুতাকে ধারণায় রূপান্তরিত করে। আমাদের সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয় সংবেদন থেকে শুরু হয়ে বুদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় এবং ‘প্রজ্ঞায় গিয়ে তা শেষ হয়। কান্ট সংবেদন ও বুদ্ধির মাত্রার ক্ষেত্রে ‘প্রজ্ঞা’কে কেন শেষ বলেছেন? জ্ঞানের উৎস হিসাবে ইন্দ্রিয়ানুভব ও বুদ্ধিশক্তির কথা জানি। বৌদ্ধিক প্রত্যয় যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সম্ভব হয়। এই বৌদ্ধিক প্রত্যয়ের দ্বারাই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থগুলি তার বিষয়ত্ব লাভ করে থাকে। সুতরাং প্রত্যয়কে বিষয়েরই গঠন বলে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু অতীন্দ্রিয়ের ধারণা প্রয়োগ জ্ঞানে ভিতরে কোথাও সম্ভব হয় না। সুতরাং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের

নিয়ন্ত্রকের জন্য কান্ট এক তৃতীয় প্রকার জ্ঞানের শক্তির কথা কল্পনা করেন যাকে তিনি **'প্রজ্ঞা'** বা ***Reason*** বলেছেন।

কান্টের মতে প্রজ্ঞা থেকে উচ্চতর কোন শক্তি নেই যা জ্ঞানের উপাদানকে চিন্তার ঐক্যে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারে। 'প্রজ্ঞা' পৃথকভাবে আকারগত অর্থাৎ যৌক্তিক ভাবে জ্ঞানের সমস্ত উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। দার্শনিক কান্ট 'প্রজ্ঞা'কে বুদ্ধি থেকে পৃথক ভাবে আলোচনা করতে চেয়েছেন। প্রজ্ঞা দ্বারা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধারণা এবং নীতির জ্ঞান পাওয়া যায় যা ইন্দ্রিয়ানুভব ও বুদ্ধি ব্যতিরেকে সম্ভব হয়। কান্ট এরূপ প্রজ্ঞাকে 'নীতি বা বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা' (faculty of principles) এবং বুদ্ধিকে 'নিয়ম প্রনয়নের ক্ষমতা' (faculty of rules) বলা যেতে পারে।[1] নীতি বা বিধি থেকে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, যা সেই জ্ঞানে বিশেষকে আমরা সার্বিকের ধারণায় পাই। এই প্রকার জ্ঞান ন্যায় অনুমানের অবরোহ অনুমানে পাওয়া যায়। যেখানে আমরা একটি সার্বিক বচন থেকে একটি বিশেষ বচনে নির্বাপিত হয়; যেখানে সাধ্য বচন সার্বিককে প্রকাশ করে, যা থেকে হেতু বচন এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তকে পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তটি একটি বিশেষ বচন। সাধ্য বচন সব সময়ই একটি ধারণা প্রদান করে, যার দ্বারা কোন কিছু সেই ধারণার মধ্যে ধরা হয়। একে বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা দ্বারা জানা যায়। দার্শনিক কান্ট প্রজ্ঞার যৌক্তিক প্রয়োগ (The logical employment of reason) প্রসঙ্গে বলেন- আমরা যা প্রত্যেকে জানি, যা অনুমানে জানি তার মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। যেমন- একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ আছে, আমরা তা অপরোক্ষ ভাবে জানি কিন্তু তার তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান, তা অনুমানের দ্বারা জানি। অনুমানের এরূপ ব্যবহারে আমরা অতিমাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ার ফলস্বরূপ আমরা প্রায় সবক্ষেত্রেই যা অনুমানের বিষয়, তাকে প্রত্যেক্ষের বিষয় বলে মনে করি। অনুমানের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি প্রধান বচন (major premises) থাকে, এছাড়া একটি সিদ্ধান্ত (Conclusion) থাকে যা প্রথম বচনটির সত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে নিঃসৃত হয়। সিদ্ধান্তটি কখনো প্রধান বচন থেকে ব্যাপকতর হবে না। যদি

অনুমিত সিদ্ধান্তটি প্রধান আশ্রয়বাক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে নিঃসৃত হয় তাহলে তৃতীয় কোন প্রকার বচনের প্রয়োজন ব্যতিরেকেই জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয়। এই ধরণের অনুমানকে বুদ্ধির অনুমান বলা হয়। কিন্তু যদি তৃতীয় বচনের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে আমরা প্রজ্ঞার অনুমান (inference of the reason) বলব।

Bimal Banerjee
Asst. Professor
Department of Philosophy
Raniganj Girls' College